প্রেক্ষাপট লংগদু : রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নিপীড়নের নতুন অধ্যায়

অজল দেওয়ান

গত ১ জুন তারিখে খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কে নুরুল ইসলাম নয়ন নামের এক সেটেলার বাঙালির মৃতদেহ পাওয়াকে কেন্দ্র করে রাঙামাটির লংগদু সদর উপজেলার তিনটিলা, মানিকজোড়ছড়া ও বাত্যাপাড়া গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়। এই হামলায় দুই শতাধিক বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং শতাধিক বাড়িঘরে ভাঙচুর চালানো হয়। ১৫টি দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়। হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিন শতাধিক পরিবার, যার আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ লংগদু ত্রাণ কমিটির তথ্যানুযায়ী প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। আর রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের পাঠানো প্রতিবেদন অনুসারে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৬ কোটি ৬১ লাখ টাকা (সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন, ২১ জুন ২০১৭)।

ঘটনার দিন অর্থাৎ ২ জুন তারিখে নয়নের লাশ নিয়ে বাত্যাপাড়া থেকে যে মিছিলটি বের করা হয়েছিল, সেই মিছিল থেকেই হামলার সূত্রপাত ঘটে। এর আগে উপজেলা বাজারের মাঠে যে সমাবেশ করা হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের ওসি ও স্থানীয় আর্মি জোনের কমান্ডার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ছবিগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে দেখা যায়, পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের বিচারের দাবিতে সমাবেশ ও মিছিল করা হচ্ছে এবং পুলিশের ওসি ও আর্মি জোন কমান্ডার সেখানে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ফলে পুরো হামলার ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন বা আর্মির ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। কারণ নয়নকে কে বা কারা মেরেছে তা স্পষ্ট নয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যে হিংসার পরিস্থিতি তাতে সেটেলার বাঙালির মৃত্যুর কারণ হিসেবে সর্বদা পাহাড়ি সংগঠনগুলোকে দায়ী করা হয়। সাম্প্রতিক ইতিহাস তা-ই বলে। তাই যেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে, সেখানে কোনোরূপ সমাধানের চেষ্টা না করে বরং সভা-সমাবেশে বক্তব্য, হামলার সময় সেটেলার বাঙালিদের পাশাপাশি আর্মিদের সরব উপস্থিতি জানান দেয় যে পাহাড়ের শান্তি-সম্প্রীতি-উন্নয়নের নামে যে আওয়াজ দেশের সর্বত্র প্রচার করা হয় সেটি মিথ্যার আবরণ ছাড়া কিছু নয়।

তিনটিলায় প্রথমে হামলা শুরু হয়েছিল এবং মোবাইলে ধারণকৃত বিভিন্ন ভিডিও ছবিতে দেখা গেছে হামলাকৃত স্থানগুলোতে আর্মি-পুলিশের উপস্থিতি। উত্তেজিত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বাধা দেয়ার জন্য তাদের কোনো পদক্ষেপ ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্মিদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় হামলার ঘটনা ঘটেছে মানিকজোড়ছড়ায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক ব্যক্তি হামলার দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, ঘটনার পূর্ব রাতে স্থানীয়দের মাঝে যখন আতঙ্ক বিরাজ করছিল, অনেক গ্রামবাসী নিরাপদে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তখন স্থানীয় পুলিশ, আর্মি জোন ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এসে আতঙ্কিত পাহাড়িদের আশ্বস্ত করেন এবং বাড়িতে অবস্থান করার পরামর্শ দেন। আর ইতিমধ্যে যারা সরে গিয়েছিল তাদেরও বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা বলেন। ঘটনার দিন নয়নের লাশ নিয়ে মিছিল শুরুর ১০-১৫ মিনিট আগে আর্মি জোনের একজন ক্যাপ্টেন এসে পাহাড়িদের আবারও আশ্বাস দেন যে কিছু হবে না। শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, মিছিলের পরই লাশ কবর দেয়া হবে। তাই ভয়ের কিছু নেই।

ঘটনার পূর্ব রাতে স্থানীয়দের মাঝে যখন আতঙ্ক বিরাজ করছিল, অনেক গ্রামবাসী নিরাপদে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তখন স্থানীয় পুলিশ, আর্মি জোন ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এসে আতঙ্কিত পাহাড়িদের আশ্বস্ত করেন এবং বাড়িতে অবস্থান করার পরামর্শ দেন।

কিন্তু মিছিল যখন তিনটিলা গ্রামে পৌঁছে, তখন রাস্তার উন্নয়নের জন্য পাশে থাকা ইটের স্তূপ থেকে ইট নিক্ষেপ করা হয় পাহাড়ি গ্রামগুলো থেকে। আর কেরোসিন, পেট্রোল, অকটেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে গানপাউডার ব্যবহার করে বাড়িগুলোতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কিছু বাড়ি লুটপাটের পর ভেতরে দাহ্য পদার্থে ভেজানো কাপড় নিক্ষেপ করা হলেও কিছু পুলিশের সহায়তায় দ্রুত সরিয়ে ফেলায় আগুনের হাত থেকে বেঁচে যায়। তবে প্রতিটি বাড়ি (সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া ও আংশিক ক্ষতির শিকার) থেকে জিনিসপত্র লুটপাট করা হয়েছে।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, একটি ফার্নিচারের দোকান থেকে বাঙালিদের কাঠের জিনিসপত্র বের করে দিয়ে দোকানটি পুড়িয়ে দেয়া হয়। তিনটিলা বন বিহার গেটের সামনের পুড়ে যাওয়া বাড়ির মালিক জানান, তাঁর উঠানে কিছু সেগুনের গুঁড়ি রাখা ছিল, সেগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাড়ির ভেতরে রাখা ধানের পোড়া গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। বাঙালি ও পাহাড়ি মালিকানাধীন কিছু দোকান পাশাপাশি থাকায় সেগুলো পোড়ানো হয়নি।

লংগদুর ঘটনায় একমাত্র নিহত গুণমালা চাকমার মেয়ে জানান, সেদিন তাঁর মাকে স্থানীয় এক বাঙালি পরিবারের কাছে রেখে আসা হয়। যথেষ্ট বয়স্ক হওয়ার কারণে তিনি হাঁটাচলা করতে পারতেন না। কিন্তু সেই বাঙালি পরিবারটি গুণমালা চাকমাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানালে পরে উপজেলা চেয়ারম্যানের বাসায় রাখা হয়। এর আগের রাতে গুণমালা চাকমার মেয়ে তাঁর মাকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চাইলে স্থানীয়রা বলে যে থানা ও জোন থেকে ফোন করা হয়েছে, ভয়ের কিছু নেই। যথেষ্ট নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। তাই গুণমালা চাকমা আবার নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন।

সেটেলাররা যখন তিনটিলা গ্রামে হামলা করে তখন গুণমালা চাকমা চেয়ারম্যানের বাসায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি না থাকায় বাকিরা সরে যেতে বাধ্য হয়। সেই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী একজন জানান, যখন চেয়ারম্যানের বাসায় হামলা করা হয় তখন গুণমালা চাকমা বলেছিলেন, 'আমাকে মারছ কেন? আমাকে মারছ কেন?' এরপর আর গুণমালা চাকমার খবর পাওয়া যায়নি। পরদিন তাঁর ভস্মীভূত লাশের অংশগুলো পাওয়া যায় চেয়ারম্যানের পুড়ে যাওয়া

বাড়িতে। সরেজমিনে ঘুরে দেখার সময় লাশের অংশগুলো তখনো পড়ে ছিল সেখানে।

মানিকজোড়ছড়া স্কুলে অস্থায়ী আবাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। স্কুলের পাশে পূর্ণিমা চাকমার দোকান। তাঁর দোকান সম্পূর্ণ লুটপাট এবং ভাঙচুর করা হয়েছে। দোকানে অগ্নিসংযোগের চেষ্টাকালে কিছু মানুষের সহায়তায় দোকানটি বেঁচে যায়। তিনি জানান, তিনটিলা এলাকায় যখন অগ্নিসংযোগ করা হয় তখন নারী-শিশুদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয় এবং পাহাড়ি পুরুষরা এলাকায় প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়। সেনা সহায়তায় সেটেলাররা সেই প্রতিরোধ ভেঙে দোকান ও স্কুল পার হয়ে আরো কিছুদূর পর্যন্ত ক্ষতিসাধন করে। এরপর সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে অবশেষে সেটেলাররা পিছু হটে। তিনি দাবি করেন, তাঁর প্রায় ২ লাখ টাকার মালামাল লুটপাট ও ক্ষতিসাধনের সম্মুখীন হয়েছে।

ঘটনার পরদিন স্থানীয় প্রশাসন ও আর্মি ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের জন্য চাল-ডালের ব্যবস্থা করে, তবে স্থানীয়রা একবাক্যে রাষ্ট্রের কোনোরূপ সাহায্য গ্রহণ করবে না বলে জানিয়ে দেয়। তারা বলে–খাদ্যের চেয়ে আমাদের প্রধান দাবি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেহেতু রাষ্ট্র এখানে নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছে, তাই প্রতিবাদ স্বরূপ তারা সেসব সাহায্য গ্রহণ করছে না।

স্থানীয়রা জানান, বর্ষা মৌসুমে ধানি জমিগুলো কাপ্তাই বাঁধের পানিতে ডুবে যায়। ঘটনার সময়টা ছিল শুকনো মৌসুম, তাই পানি তেমন না থাকায় তিনটিলা গ্রামবাসী খুব সহজেই জমি পার হতে পেরেছিল; তাই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। সরেজমিনে ঘুরে দেখার সময় তখন ধানি জমিগুলো বাঁধের পানিতে তলিয়ে গেছে এবং সেসব এলাকা ট্রলারের সাহায্যে পার হতে হয়েছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মানিকজোড়ছড়ায় প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে পাহাড়িরা। তিনটিলা গ্রাম পুড়িয়ে দেয়ার পর সেটেলাররা মানিকজোড়ছড়ায় এগিয়ে আসতে চাইলে পাহাড়িরা বাধা দেয়। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা ফাঁকা গুলি করে (যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকারে কিছু মতভিন্নতা পাওয়া গেছে। তবে বেশির ভাগই একটি ফাঁকা গুলির আওয়াজ শুনেছে বলে দাবি করেছে) পাহাড়িদের সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে এবং পরবর্তীতে সেটেলাররা মানিকজোড়ছড়ায় প্রবেশ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

স্থানীয়রা আরো জানায়, ২ জুন সকালের দিকে নয়নের লাশ খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতাল থেকে লংগদুতে নেয়া হয়। সেখানে নেয়ার পর সেটেলাররা লাশ নিয়ে মিছিল বের করার অনুমতি চাইলে স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী মিছিলের অনুমতি দেয়। বাত্যাপাড়া থেকে নয়নের মৃত্যুর জন্য পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের দায়ী করে উগ্র সাম্প্রদায়িক স্লোগানের মাধ্যমে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি তিনটিলা এলাকায় পৌছলে বিনা উসকানিতে জনসংহতি সমিতির অফিসে হামলা করে সেটেলাররা।

লংগদু হামলার অন্তরালে তাকালে আমরা শেষ পর্যন্ত ভূমি দখল, প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া, স্থানীয় জনসংখ্যার ভূ-পরিবর্তনকে দেখতে পাব।

দুপুরে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এর মাঝেও মানিকজোড়ছড়া ও বাত্যাপাড়ার বাড়িগুলোতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পাহাড়িরা সংঘবদ্ধভাবে সেটেলারদের হামলার প্রতিরোধ করতে চাইলে নিরাপত্তা বাহিনী ১৪৪ ধারার অজুহাতে তাদের ধাওয়া দেয়। এই হামলার সময় পুলিশ তিনজন সেটেলারকে আটক করে।

সারা দিন তাণ্ডবের পর বিকেলের দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে পাহাড়িরা তখনো তাদের ঘরে ফেরেনি। ঘটনার পরদিন স্থানীয় প্রশাসন ও আর্মি ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের জন্য চাল-ডালের ব্যবস্থা করে, তবে স্থানীয়রা একবাক্যে রাষ্ট্রের কোনোরূপ সাহায্য গ্রহণ করবে না বলে জানিয়ে দেয়। তারা বলে–খাদ্যের চেয়ে আমাদের প্রধান দাবি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেহেতু রাষ্ট্র এখানে নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছে, তাই প্রতিবাদস্বরূপ তারা সেসব সাহায্য গ্রহণ করছে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের নেতৃত্বে ১৪ দলের নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এসব দাবি তুলে ধরেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব হামলার ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা লংগদুর ক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। অনলাইন মিডিয়ায় গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়েছে সংঘর্ষ হিসেবে। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি সে কথা বলছে না। উগ্র সাম্প্রদায়িক স্লোগান নিয়ে মিছিল থেকে হামলা করা হয় পাহাড়ি গ্রামগুলোতে, ফলে সংঘর্ষ শব্দটি ব্যবহার করে পাহাড় নিয়ে রাষ্ট্রের মিডিয়া ব্ল্যাকআউটের বিষয়টি সহজেই ধরা পড়ে। আর এর সাথে পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলোকে দায়ী করে পাহাড়িরা নিজেদের বাড়িতে নিজেরাই আগুন দিয়েছে–এ ধরনের মতামতও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ফলে সত্যিকারভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কখনোই সেভাবে প্রকাশ্যে আসেনি।

নুরুল ইসলাম নয়নের হত্যাকারী সন্দেহে দুজনকে আটক করা হয়েছে এবং নয়নের খোয়া যাওয়া মোটরসাইকেলটি মাইনী নদী থেকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু ঘটনার পরপরই তাঁর মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণভাবে পাহাড়িদের দায়ী করে তিন শতাধিক বাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মোটরসাইকেলচালক নয়নের খুনিদের গ্রেপ্তার করা এবং বিচারের দায়িত্ব আইন ও রাষ্ট্রের। সেখানে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পাহাড়িদের দায়ী করে হামলার ঘটনা পাহাড়ের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চাকেও নির্দেশ করে। পাহাড়িদের প্রান্তিক করে দেয়ার প্রবণতা রাষ্ট্র চরিত্র ও তার অনুগত নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকাণ্ডের মধ্যেই বিদ্যমান। আর সেখানে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে সেটেলাররা। লংগদু হামলার অন্তরালে তাকালে আমরা শেষ পর্যন্ত ভূমি দখল, প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া, স্থানীয় জনসংখ্যার ভূ-পরিবর্তনকে দেখতে পাব। বাংলাদেশ আর্মির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেছিলেন, 'পাহাড়ের মানুষ চাই না, জমি চাই' (সূত্র : Genocide in CHT by Wolfgang Mey, IWGIA, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৭)। এখন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সরকারগুলো সামরিকীকরণের এই তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ফলে পাহাড়ে এখনো সামরিক প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ফলে অনুমানের ভিত্তিতে বা বিনা দোষে পাহাড়িদের ওপর হামলাগুলোতে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে মদদ রয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসন এখানে যথেষ্ট দুর্বল ফলে ১৪৪ ধারা জারির পরও হামলা অব্যাহত ছিল।

পুরনো কিছু ঘটনার বিবরণ

২০১৩ সালের ৩ আগস্ট খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দংয়ের ঘটনার কথা বলা যায়। মোটরসাইকেলচালক কামাল হোসেনকে পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা অপহরণ করেছে–এই অজুহাতে পাহাড়ি গ্রামে হামলা করে ৩৬টি বাড়ি পোড়ানো হয়, কয়েক শ বাড়ি লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়, বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালিয়ে বুদ্ধমূর্তি ভাঙা হয় এবং বিহারের অর্থ লুট করা হয়। আর পার্বত্য চুক্তি পরবর্তী সময়ে সর্বাধিক শরণার্থী হওয়ার ঘটনাও এ সময় ঘটে। দুই হাজারের বেশি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পাহাড়িরা পরে ফিরে এলেও আগের মতো স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারেনি। পরবর্তীতে জানা যায়, কামাল হোসেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লুকিয়ে ছিলেন। এরপর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

২০১৪ সালের ১৬ ডিসেম্বরে নান্যাচরের বগাছড়িতে সেটেলাররা বিরোধপূর্ণ জমিতে একত্রিত হয়ে আনারস বাগান কেটে দেয়া হয়েছে–এমন অভিযোগ তুলে পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই হামলায় নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। সেটেলাররা একত্রিত হওয়ার পরপরই নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে ৩ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। গুলির শব্দ শুনে পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাহাড়িরা নিরাপদ দূরত্বে সরে গেলে সেটেলাররা বিনা বাধায় পাহাড়িদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে ৫০টির বেশি বাড়ি ও ৭টি দোকান পুড়ে যায়। স্থানীয় বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করে ভিক্ষুকে মারধর করে বিহারে ভাঙচুর চালানো হয় এবং ৪টি পিতলের বুদ্ধমূর্তি লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি নির্মাণসহ অনেক আশ্বাস দেয়া হলেও কোনো কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। হামলাকারীদের কোনোরূপ শাস্তির মুখোমুখি করা যায়নি।

সেটেলারের লাশ পাওয়ার পর পাহাড়িদের দায়ী করে হামলার ঘটনাগুলো প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। অথচ এই হামলার কোনো বিচার এখন পর্যন্ত করা হয়নি।

২০১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ির আলুটিলায় আজিজুল হক শান্ত নামের এক সেটেলার মোটরসাইকেলচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় পাহাড়িদের দায়ী করে মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদরে খাগড়াছড়িগামী পরিবহনগুলো থেকে পাহাড়ি যাত্রীদের নামিয়ে মারধর করে সেটেলাররা। বাঙালি ছাত্র পরিষদ এক দিনের অবরোধ পালন করে শান্তর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে খগেন্দ্র ত্রিপুরা ও ধন বিকাশ ত্রিপুরা নামে দুজনকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে জানা যায়, পরকীয়ার জের ধরে শান্তকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় সাধারণ পাহাড়িদের মারধর করা অপরাধীদের কোনোরূপ শাস্তির সম্মুখীন করা হয়নি।

মামলা ও পাল্টা মামলা

এভাবে বারবার পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালানো হয়। সেটেলারের লাশ পাওয়ার পর পাহাড়িদের দায়ী করে হামলার ঘটনাগুলো প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। অথচ এই হামলার কোনো বিচার এখন পর্যন্ত করা হয়নি। এর মধ্যে লংগদুর ঘটনায় গত ২১ জুন তারিখে রাঙামাটির চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে লংগদুর মাইনীমুখ এলাকার মো. মাহাবুব মিয়া ৪৪ জনের নাম উল্লেখপূর্বক মোট ১৫০ জন পাহাড়ির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার আরজিতে বলা হয়, ১ জুনের দিবাগত রাতে আসামিরা বাত্যাপাড়া ও কাঁঠালতলী বাজারের ২১-২২ দোকান ও বসতবাড়িতে হামলা চালিয়ে ৫ কোটি টাকার মালামাল চুরি ও ক্ষতিসাধরণ করে। এ ছাড়া পাহাড়িরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে অগ্নিসংযোগ করে।

এর আগে ৩ জুন লংগদু থানায় পুলিশ বাদী হয়ে ১৫ জনের নাম উল্লেখপূর্বক মোট ৪০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে। এরপর গত ১০ জুন কিশোর কুমার চাকমা পাহাড়িদের পক্ষে বাড়িঘরে হামলা-লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে ৭৯ জনের নাম উল্লেখপূর্বক অজ্ঞাত ৪০০-৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

সর্বশেষ

নুরুল ইসলাম নয়নের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি করা যৌক্তিক, কিন্তু অনুমানের ওপর দায়ী করে পাহাড়িদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া পুরোপুরি অন্যায়। নয়নের হত্যাকারীদের ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে এবং এ ঘটনার বিচারিক প্রক্রিয়াও চলমান। অন্যদিকে লংগদুতে পাহাড়ি গ্রামগুলোতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মূল উসকানিদাতাদের খুঁজে বের করে তাদেরও বিচারের আওতায় নিয়ে আসা দরকার। পাহাড়ের সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নির্মাণে প্রতিটি ঘটনাকে আমলে এনে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে পাহাড়িদের প্রতি রাষ্ট্রের বৈমাত্রসুলভ আচরণের পরিসমাপ্তি দরকার। আর এই সাথে শান্তি-সম্প্রীতি-উন্নয়নের নামে পাহাড়ে ব্যাপক ভূমি দখল, পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিকে অবৈধভাবে জমির লিজ প্রদানের নামে হাজার হাজার একর জমি কেড়ে নেয়ার চলমান প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু তদন্ত প্রয়োজন।

১৯৯৭ সালে পাহাড়ে শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পার্বত্য শান্তিচুক্তি করা হয়। কিন্তু সেই চুক্তির বড় একটি অংশ এখনো বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। পাহাড়িদের পক্ষ থেকে, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের প্রতি বারবার বাস্তবায়নের দাবি করা হলেও তা প্রলম্বিত করা হচ্ছে। পাহাড়ের মানুষের এই দাবি শুধু তাদের একার নয়, এই দাবি দেশের প্রতিটি প্রগতিশীল মানুষের। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা বিচ্ছিন্ন কোনো সমস্যা নয়, এটি দেশের রাজনৈতিক একটি সমস্যা। ভূমি সমস্যা, জাতিগত নিপীড়ন সমস্যাগুলোর আশু নিরসনে সকলেরই এগিয়ে আসা দরকার। এ বাক্যটিই আজ আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য–"পাহাড়ে কিংবা সমতলে, লড়াই হোক সমান তালে"।

অজল দেওয়ান: সদস্য, হিল ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম

ই-মেইল : kathapokathan.ajal@live.com